সমকাল

তারিখ ... 08 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা খাতে কর্মসংস্থান
যোগ্যতাই হোক মাপকাঠি

যে দেশে প্রায় অর্ধেক স্নাতকই বেকার, সে দেশে এতদিন স্কুল-কলেজে হাজার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা পরিহাসের বিষয়। শিক্ষকের অভাবে পাঠদানে ঘাটতি থেকে যায়। আর এ ঘাটতি নিয়েই শিক্ষার্থীরা পাস করেন। এতে শিক্ষার মান পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। আশার কথা এই যে, বিলম্বে হলেও শিক্ষা খাতের সব শূন্য পদ পূরণের জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। সমকালে মঙ্গলবার প্রকাশিত 'শিগগির শিক্ষা খাতে ৮৩ হাজার চাকরি' শিরোনামের প্রতিবেদনে দেখা যায়, আগামী জুলাইয়ের মধ্যেই দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা মিলিয়ে ৫৭ হাজার ৩৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। আর এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-সহায়ক কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পাবেন ২৬ হাজার ৭০৫ জন। এটা নিঃসন্দেহে দেশের শিক্ষিত বেকারদের জন্য বড় ধরনের সুসংবাদ। দেশের শিক্ষার মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই নতুন নিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে শিক্ষকের শূন্য সব পদ পূরণ করা গেলে শিক্ষক সংকটের কারণে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ৭৫ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক স্বল্পতার অভাব ঘুচবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ার যে প্রবণতা বর্তমানে রয়েছে তার অবসান ঘটবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আইনি প্রক্রিয়াও শুরু করেছে। কাজটি যাতে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায় তা নিশ্চিত করা চাই। এ ক্ষেত্রে বিলম্ব সরকারের শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা আশা করব, শূন্য পদ পূরণ ও নতুন পদ সৃষ্টি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সঙ্গে বিপুল সংখ্যক লোকবল নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে। তবে নিয়োগদান প্রক্রিয়াটি যাতে স্বচ্ছ হয় এবং প্রকৃত যোগ্যরাই যাতে নিয়োগ পান তার জন্য সরকারকে নির্মোহ ও কঠোর মনোভাব নিতে হবে। সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। রেলওয়েতে নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রায় ৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে কী ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা অনেকের জানা। শিক্ষা খাতে নতুন নিয়োগকে কেন্দ্র করে যাতে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, সে ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের ওপর দেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন নির্ভর করবে। এই শিক্ষকরাই দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার প্রকৃত কারিগর।